দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

195

জরিপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সন্ত্রাস, সেশনজট ও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ছাত্রছাত্রীকে ব্যস্ত রাখার ব্যাপারে শিক্ষকদের ভূমিকাই মুখ্য। সন্ত্রাস দমনে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের ভূমিকার ওপর অনেক উত্তরদাতা বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

এএইচএম আমিনুর রহমান

নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলেও উদাহরণমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে সন্ত্রাসের প্রকোপ হ্রাস পাবে। বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। দেশের অন্যত্র আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন তৎপর তেমনটি বিশ্ববিদ্যালয়েও হওয়া উচিত। বোমাবাজি হবে, হাজার হাজার রাউন্ড গুলি চালানো হবে, মানুষ খুন হবে অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকবে, এরকম অবস্থা কারও কাম্য নয়। এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুলিশও মানুষ। তারও প্রাণের মায়া আছে। পুলিশের গুলি ছোড়ার আগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রয়োজন হয়। সন্ত্রাসীরা গুলি ছোড়ে অনেক। হতাহতের সংখ্যা বড়জোর দুই/তিন জন। কিন্তু পুলিশ গুলি ছুড়লে হতাহতের সংখ্যা হবে অসংখ্য। তাই বৃহত্তর স্বার্থে তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকার অভিযোগ মাথা পেতে নেয়। মস্তানদের কেউ কেউ বলেছেন যে, মস্তান হিসাবে তারা জন্মগ্রহণ করেননি। পরিবারে তাদের মস্তানি/সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কোন রেকর্ডও নেই। পরিবেশ, পরিস্থিতি, কর্তৃপক্ষীয় দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক ইন্ধন তাদেরকে এ পথে নিয়ে এসেছে। খোঁজ করে জানা গেছে, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের অধিকাংশ অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। মস্তানদের দাবি, তারা কোন নীতিবান শিক্ষক/কর্মকর্তার কাছ থেকে চাঁদা আদায় বা অন্য কোন রকম জুলুম করে না।

সেশন জ্যাম নিরসনের উপায় প্রসঙ্গে

সেশন জ্যাম নিরসনে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোকে দশ ভাগে বিভক্ত করে দেখানো যায়।

(চলবে)